সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৫৬
WEEKLY BOOKLET:456

আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রায় ৩৬ বছর আগের বয়ান

জ্ঞানী বাবা

এক বৃদ্ধার দুর্দশা ০৬
তরুণ এক ডাক্তারের মৃত্যু ১০
সফলতার রহস্য ১৪
গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা ১৭

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

জ্ঞানী বাবা (১)

দোয়ায়ে আত্তার: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ এই পুস্তিকা "জ্ঞানী বাবা" পড়ে বা শুনে নিবে তাকে দুনিয়ার পেরেশানী থেকে মুক্তি দান করে দো'জাহানের সুখ নসীব করো এবং তার মা-বাবাসহ তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা দান করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে (ব্যক্তি) ভক্তি ও ভালোবাসার কারণে দিনে ও রাতে আমার উপর তিন তিনবার দরুদ শরীফ পাঠ করল আল্লাহ পাকের উপর হক হলো তার ওই দিনের এবং ওই রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া। **(মু'জামু কবীর, ১৮/৩৬২, হাদিস: ৯২৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. এই বয়ানটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ১০ সফরুল মুযাফফর ১৪১০ হিজরী মোতাবেক ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৯ খ্রি: খানিওয়াল (পাঞ্জাব, পাকিস্তান) এ সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় করেছিলেন। যেটাকে আল মদীনাতুল ইলমিয়ার বিভাগ "বয়ানাতে আমীরে আহলে সুন্নাত" সংকলন করেছেন।

www.dawateislami.net

জ্ঞানী বাবা

বর্ণিত আছে: এক ব্যক্তির ছোট একটি বাচ্চা তার সাথে বিছানায় ঘুমাত, একরাত বাচ্চা অনেক অস্থির হয়ে গেল এবং ঘুমাচ্ছে না। বাবা তার বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করল: কোথাও কি ব্যথা পাচ্ছো? বাচ্চা উত্তর দিল: আব্বাজান! ব্যথা তো হচ্ছে না, আসল কথা হলো কাল শুক্রবার আর প্রত্যেক শুক্রবার আমার ওস্তাদ পুরো সপ্তাহে পড়ানো সবকগুলোর পরীক্ষা নিয়ে থাকে, এই সপ্তাহের সবকগুলো আমার ভালোভাবে মুখস্ত হয়নি আর আমার ভয় হচ্ছে যদি আমি সঠিকভাবে সবক দিতে না পারি তবে শিক্ষক আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন আর শাস্তিও দিবেন। ভুলোমনা এই বাচ্চার ভুলোমনা কথা শুনে বাবার চোখ দিয়েও পানি চলে আসল আর সে নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করে নিজেকে নিজে সম্বোধন করে বলতে লাগল: এই বাচ্চাটির শুধুমাত্র এক সপ্তাহের পড়ার পরীক্ষা দিতে হবে আর সে এইভাবে ভীতসন্ত্রস্ত যে ঘুমাতেও পারছে না অথচ আমাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে সারা জীবনের আমলের হিসাব দিতে হবে সুতরাং এই বাচ্চাটির চেয়েও বেশি আমার ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া উচিত। (দারাতুন নাসিহীন,পৃ: ২৫৫)

হে আশিকানে রাসূল! এই পৃথিবীতে এমন নেককার লোকও রয়েছে যারা দুনিয়ার বস্তুসমূহ দেখে আখিরাতের কথা স্মরণ করে, এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা পড়ুন, যেমন:

জাহান্নামের আগুনের ভয়

খলিফায়ে আ'লা হযরত, ফকিহে আযম মাওলানা আবু ইউসুফ মুহাম্মদ শরীফ কোটভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কিতাব "আখলাকুস সালেহীন" এ লিখেছেন: এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপর খোদাভীতির আধিক্যতা এমনভাবে

www.dawateislami.net

প্রাধান্য লাভ করত যে, যখনই চেরাগ জ্বালাত তখনই জাহান্নামের কথা মনে করে ক্রন্দন করা শুরু করে দিতেন। (আখলাকুস সালেহীন পৃ: ৬৭)

অতএব দুনিয়াবী পরীক্ষায় ফেল করার ভয়ে বাচ্চাকে এইভাবে অস্থির হতে দেখে তার বাবার নিজের আখিরাতের পরীক্ষার কথা স্মরণ করে খোদাভীতিতে কেঁপে উঠা আমাদের জন্য খুবই শিক্ষনীয় বিষয়। এই ঘটনাটির এক একটি শব্দ বরং এক একটি বর্ণ নিজের ভেতর শিক্ষার মূল্যবান মণিমুক্তা বহন করে এবং এই ঘটনাটি আমাদের সকলকে শিক্ষা গ্রহণ করার দিকে আহবান করছে। যদি দেখা হয় যে, সাধারণত আমরা দুনিয়ার হিসাব ও নিকাশকে ভয় করি কিন্তু আফসোস! আখিরাতের হিসাব ও নিকাশকে ভয় করি না অথচ দুনিয়ার হিসাব ও নিকাশ অনেক সহজ কিন্তু আখিরাতের হিসাব ও নিকাশ অনেক কঠিন। মনে রাখবেন! হিসাব ও নিকাশ নেওয়া আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল তিনি যার কাছ থেকে চাইবেন হিসাবে নিবেন আর যাকে চাইবেন বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন কিন্তু হিসাব ও নিকাশ দেওয়া অনেক কঠিন বিষয়।

হাশর মাঠের ৫টি প্রশ্ন

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হতে পারবে না যতক্ষণ না এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিবে : (১) তার হায়াত কোথায় ব্যয় করেছে? (৩) যৌবন কিভাবে কাটিয়েছে? (৩, ৪) সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে এবং কিভাবে খরচ করেছে? (৫) নিজের ইলমের উপর কতটুকু আমল করেছে? (তিরমিযী, ৪/১৮৮, হাদিস: ২৪২৪)

www.dawateislami.net

আমাদের মধ্যে যারা তরুণ রয়েছে তাদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত যে, তারা যৌবন কিভাবে অতিবাহিত করছে? যদি কিয়ামতের দিন তাকে এই প্রশ্নটি করা হয় যে, যৌবন কিভাবে অতিবাহিত করেছ? তো এটার জবাব সে কিভাবে দিবে? আর যাদের যৌবন অতিবাহিত হয়ে গেছে তাদেরও গভীরভাবে এই কথাটি চিন্তা উচিত যে, তারাও কিভাবে তাদের যৌবন কাটিয়েছে! যদি যৌবন আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত অনুযায়ী অতিবাহিত না করে, তবে তাকে এটা নিয়ে অশ্রুসিক্ত ও আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করে তাওবা করা উচিত যে, এখনো তাওবার দরজা খোলা রয়েছে। যদি সকালের ভুলামনা সন্ধ্যায় ফিরে আসে তবে সেটাকে আর ভুলামনা বলা হয় না।

হে আশিকানে রাসূল! এখনো আমাদের মুখে কথা বলার শক্তি চলমান রয়েছে, বিবেক নিরাপদ রয়েছে আর ইন্তেকালের আগে আগে তাওবা করার সুযোগও রয়েছে সুতরাং আমাদের দ্রুত তাওবা করা উচিত। যেই লোক এখন যৌবনের রাস্তায় কদম রেখেছে এবং ভরা যৌবন ও তারণ্যময় জীবন অতিবাহিত করছে তাদের উচিত নিজেদের যৌবনকে কাজে লাগানো, নেক আমল করা এবং মনে রাখবেন! অতিশীঘ্রই তাদের এই যৌবন চলে যাবে। কোন এক শায়ের খুব সুন্দর বলেছে:

ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے
تو بجالے چاہے جتنا چار دن کا ساز ہے

ঢল জায়েগী ইয়ে জাওয়ানী জিস পে তুঝ কো নায হ্যা
তু বাজা লে চাহে জিতনা চার দিন কা সায হ্যা

www.dawateislami.net

যতটুকু পর্যন্ত যৌবন ঢলে পড়ার সম্পর্ক রয়েছে তো অনেক কম লোকেরই তা ঢলে পড়ে কেননা অনেক লোক তো এমন রয়েছে যাদের যৌবন ঢলে পড়ার আগেই তাদের মৃত্যু চলে আসে এবং অন্ধকার কবরের অতল গহ্বরে পৌঁছে যায়। আপনি আপনার এলাকার কথা ভাবুন, আপনার এলাকায় কয়জন বৃদ্ধ মুর্দা আর আর কয়জন বৃদ্ধা মহিলা মৃত রয়েছে? হয়তো আপনি এই ফলাফলে গিয়ে পৌঁছবেন যে, যদি আপনার এলাকায় উদাহরণস্বরুপ এক হাজার লোকের বসবাস রয়েছে তো এতে আপনি অধিকাংশ পাবেন শিশু, বাচ্চাদের চেয়ে কিছুটা বড় বয়সীও অনেক পাবেন, যুবকও অনেক পাবেন কিন্তু যেসব মুর্দাকে "বৃদ্ধ" অথবা যেসব মহিলাদেরকে "বৃদ্ধা" বলা হয়ে থাকে তাদের সংখ্যা ১৫ অথবা ২০জন হবে, এটা থেকে বোঝা যায় যে, শুধুমাত্র দুই শতাংশ লোক বার্ধক্যে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, অবশিষ্ট ৯৮ শতাংশ লোক যৌবন ঢলে পড়ার আগেই আপন কবরে চলে যায়। মনে রাখবেন! বার্ধক্য পর্যন্ত পৌঁছা এতটা সহজ নয় কেননা যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত পৌঁছার জন্য মানুষকে অনেক প্রকারের রোগ, বড় বড় দুর্ঘটনা, বিপদ ইত্যাদি থেকে জান বাঁচিয়ে আসতে হয়।

বার্ধক্য এতটা সহজ নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বার্ধক্যের জীবন পেরেশানীর শিকার হয়ে থাকে। কারণ যে ব্যক্তি বার্ধক্যের মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছে তার চেহারায় মুচকি হাসি অনেকটা কম দেখা যায় আর যদি কখনো তারা হাসে তখন তাদের এই হাসিটা ফেইক ফেইক মনে হয় যার পেছনে হতাশা লুকিয়ে থাকে। আর যখন বয়স বাড়ার সাথে সাথে বার্ধক্য আরও বেড়ে যায় তখন বুড়ো ব্যক্তির জন্য কোন খুশি আর খুশি থাকে না, কোন পেরেশানী, পেরেশানী থাকে থাকে না

www.dawateislami.net

এই পর্যন্ত যে, সে মৃত্যুর আশা করতে থাকে। এই বিষয়ে একটি শিক্ষনীয় ঘটনা পড়ুন, যেমন:

এক বৃদ্ধার দুর্দশা

একবার আমি (অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) করাচীর এলাকায় বয়ান করার জন্য গেলাম তো এক ইসলামী ভাই আমাকে আর আমার সাথে আরও কিছু ইসলামী ভাইকে মেহমানদারীর জন্য নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। ওখানে খাটের উপর একজন অনেক বেশি দুর্বল "বৃদ্ধা" বসা ছিল যাকে বার্ধক্য এতটাই দুর্বল করে দিয়েছিল যে, বেচারা শুকিয়ে একদম ছোট হয়ে গিয়েছিল, তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করা কোন লোকেরা তার দিকে অনুগ্রহের দৃষ্টিতে তাকিও দেখত না, তার এই অবস্থা দেখে আমার খুব খারাপ লাগল আমি একটু দাঁড়িয়ে তার মনখুশি করার জন্য বললাম: বড় আপু! আপনি কেমন আছেন? তিনি এমন এক উত্তর দিলেন যেটা এত বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও আমার স্মরণ রয়েছে হয়তো মৃত্যু পর্যন্ত এটা ভুলতে পারব না কেননা সেটাতে আমার জন্য শিক্ষার অনেক বিষয় রয়েছে, আমি জিজ্ঞাসা করাতে ওই বৃদ্ধা খুবই আফসোস করে বলল: আমি অনেক রোগাক্রান্ত, তুমি দোয়া করো, আল্লাহ যেন মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় আমাকে মৃত্যু দান করেন। ওই বৃদ্ধার সম্ভবত এই শব্দগুলোই ছিল যা এখনো পর্যন্ত আমার কানে বাজে। (মনে রাখবেন! দুঃখ ও কষ্টের ভয়ে মৃত্যুর দোয়া করা নিষেধ। (ফাযায়িলে দোয়া, পৃ: ১৮২)

আহ! ওই বৃদ্ধা হয়তো তার যৌবনের কথা স্মরণ করে কান্না করে যে, সে বাল্যকালে কত খেলা করত, দৌড়াদৌড়ি করত, হাসাহাসি করত এবং কথা বলত, কখনো নিজের শৈশবের কথা মনে করে কান্না করবে যে,

www.dawateislami.net

কত ধূমধামের সাথে তার বিবাহ অনুষ্ঠান হয়েছিল, কিভাবে মানুষ তাকে ডেকে নিত, কিভাবে সে খুশি ছিল, কিভাবে বাচ্চারা তার খেদমত করছিল আর কী পরিমাণ শান ও শওকত নিয়ে সে বিবাহ অনুষ্ঠানে আসত, আহ! এসব কথা ভেবে তার বার্ধক্যের হৃদয় ডুবে যাবে আর সে মনে মনে নিজে নিজেকে বলবে হয়তো: হায় আফসোস! এখন আমি কিছু করতে পারব না, না কারো বিবাহ অনুষ্ঠানে যাওয়ার শক্তি রাখি আর না কারো মৃত্যুতে। অতএব ওই বৃদ্ধার জন্য না কোন খুশি, খুশি ছিল আর কোন দুঃখ, দুঃখ ছিল ব্যস সে মৃত্যুর আশায় দিন কাটিয়ে যাচ্ছে।

হে আশিকানে রাসূল! জীবন একটি স্বপ্ন বা খেল তামাশার নাম নয় যেটার সময়সীমা খুব সংকীর্ণ। গভীরভাবে ভেবে দেখুন! হয়তো কোন ব্যক্তিই এমন নেই যার ঘর থেকে জানাযা উঠানো হয়নি অথবা সে কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল করায়নি অথবা গোসল দেয়ার কাজে কাউকে সাহায্য করেনি অথবা কাউকে কাফন পরিধান করায়নি অথবা কাফন পরিধানে কাউকে সহযোগিতা করেনি, যদি কেউ এসব কাজ না করে থাকে তাহলে কমপক্ষে সে কোন মুসলমানের জানাযা অবশ্যই কাঁধে নিয়েছে হয়তো অথবা সে কারো জানাযায় হয়তো অবশ্যই অংশগ্রহণ করেছে অথবা জানাযার সাথে কবরস্থান পর্যন্ত গিয়েছে অথবা কোন মৃত লাশকে কবরে নামানোর সময় সে লোকদের সাথে ছিল, এইভাবে হাজার অথবা লক্ষ লক্ষ লোক তাদের সংক্ষিপ্ত জীবন অতিবাহিত করার পর আখিরাতের মুসাফির হয়ে গেছে।

পৃথিবী শিক্ষায় পরিপূর্ণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই দুনিয়াই হলো ধ্বংসের জন্য, যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলোই হলো মরার জন্য, এইভাবে এই পৃথিবীতে শিক্ষাই

www.dawateislami.net

আর শিক্ষা। যদি গভীরভাবে চিন্তা করা হয় তবে মানুষের সৃষ্টির আগেই শিক্ষা শুরু হয়ে যায় সেটা এইভাবে যে, যখন শুক্রানু মায়ের গর্ভে স্থাপিত হয় তখন মুয়াক্কাল (তথা নিয়োজিত) ফেরেশতা ওই স্থানের মাটি নিয়ে যায় যেই জায়গায় ওই শুক্রানু থেকে সৃষ্টি হওয়া বাচ্চাটি একদিন মারা যাওয়ার পর দাফন করা হয়ে থাকে অতঃপর ওই মাটি দ্বারা মায়ের পেটে একটি পুতুল বানিয়ে থাকে। (নাওয়াদিরুল উসুল, ২/১১৪-১১৫, হাদিস: ৩০৪)

প্রতীয়মান হলো মানুষ সৃষ্টি হওয়ার আগেই মৃত্যু নির্ধারিত হয়ে যায় আর আমরা মরার পর যেই মাটিতে চলে যাবো সেটা আগে থেকেই পেটে পৌঁছে যায় আর সেটা থেকে আমাদের দেহ গঠিত হয়। কবরে মাটি দেওয়ার সময় পঠিত দোয়ার অনুবাদের দিকে খেয়াল করুন! বুঝতে পারবেন যে, আমরা মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছি। আফসোস! অনেক লোক কবরে মাটি দেওয়ার দোয়াও জানে না আর না মাটি দেওয়ার পদ্ধতি জানে। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি পাওয়ার, আখিরাতে সাওয়াব অর্জনের নিয়তে কবরে মাটি দেওয়ার মুস্তাহাব পদ্ধতি পেশ করা হলো, যেমন:

কবরে মাটি দেওয়ার মুস্তাহাব পদ্ধতি

কবরে মাটি দেওয়ার মুস্তাহাব পদ্ধতি হলো, মাথার দিক থেকে উভয় হাতে তিনবার মাটি দিবে। প্রথমবার বলবে: (مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ) (আমি তোমাদেরকে জমিন থেকেই সৃষ্টি করেছি), দ্বিতীয়বার বলবে: (وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ) (আর এর মধ্যেই তোমাকে পুনরায় ফিরে যেতে হবে), তৃতীয়বার বলবে: (وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ﴿۵۵﴾) (পারা: ১৬, সূরা ত্বহা, আয়াত: ৫৫) (আর এটা থেকেই তোমাকে দ্বিতীয়বার বের করা হবে।) এখন বাকি মাটিগুলো বেলচা ইত্যাদি দ্বারা কবরের উপর সুন্দরভাবে দিয়ে দিবে। (আল জাওয়াহিরুল নাইয়্যিরা, পৃ: ১৪১)

www.dawateislami.net

দুনিয়াবী জীবনের বাস্তবতা

হে আশিকানে রাসূল! দুনিয়াবী জীবন খেল - তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়, যেমন আল্লাহ পাক পার্থিব জীবনের বাস্তবতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

وَمَا هٰذِهِ الْحَیٰوةُ الدُّنْیَاۤ اِلَّا لَهْوٌ وَّ لَعِبٌؕ وَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوَانُۘ لَوْ كَانُوْا یَعْلَمُوْنَ(۶۴)

(পারা: ২১, সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৬৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং এই পার্থিব জীবন তো কিছুই নয়, কিন্তু খেলাধূলা মাত্র এবং নিশ্চয়ই আখিরাতের ঘর, অবশ্য সেটাই সত্য জীবন। কতই উত্তম ছিল যদি তারা জানত।

এই আয়াতে মুবারকার ব্যাখ্যায় হযরত আল্লামা মাওলানা নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেমনিভাবে বাচ্চারা সারাদিন খেলাধূলা করে, খেলাধূলায় পড়ে থাকে এরপর এসবকিছু ফেলে রেখে চলে যায় এটাই হলো দুনিয়ার অবস্থা যে, এটা খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাবে আর মৃত্যু এখান থেকে এমনিভাবেই আলাদা করে দেয় যেমনটি খেলা করা বাচ্চারা তাদের খেলনা থেকে দ্রুত আলাদা হয়ে যায়।

(তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান, পারা: ২১, সূরা আনকাবুত, আয়াতের পাদটীকা: ৬৪, আয়াত: ৭৪৭)

যখন বাচ্চারা খেলাধূলায় মগ্ন থাকে তখন তাদের সময় খুব দ্রুত কেটে যায় সেটা তারা বুঝতেও পারে না। অনেক লোক তাদের ভবিষ্যত গড়ার কাজে মশগুল থাকে আর তারই মধ্যে মৃত্যুর শিকার হয়ে অন্ধকার কবরে চলে যায়। মনে রাখবেন! আমাদের সত্যিকার ভবিষ্যত হলো কবরের সাথে সম্পৃক্ততা যেটাতে আমাদেরকে হাজার হাজার বছর থাকতে হবে সুতরাং সেটার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। আজ আমরা দুনিয়াতে যেটাকে

www.dawateislami.net

নিজের ভবিষ্যত মনে করে বসে আছি সেটা আমাদের ভবিষ্যত নয় এবং এটাও জরুরীও নয় যে সেটা আমাদের অর্জন করতেই হবে। এই প্রসঙ্গে এটি শিক্ষনীয় ঘটনা উপস্থাপন করছি: যেমন:

তরুণ এক ডাক্তারের মৃত্যু

পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ শহর করাচীর সাথে সম্পৃক্ত এক ব্যক্তি খুচরা দোকান চালিয়ে তার জীবিকা নির্বাহ করতেন। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, আমার ছেলে কোনভাবে যেন আমেরিকা চলে যায়, ওখানে লেখাপড়া করে ডাক্তারি ডিগ্রি অর্জন করে, এরপর পুনরায় নিজের দেশে এসে একটি প্রাইভেট ক্লিনিক খুলে, নিজের ভবিষ্যত যেন খুব সুন্দর করে এবং আমার জন্য বার্ধক্যে যেন সহায়ও হয়। নিজের এই আশাটি পূরণ করার জন্য অবশেষে সেই দোকানদার নিজের পেট কেটে বা মানুষের কাছ থেকে ধার-কর্জ করে টাকা জমা করেছে যাতে সে তার বাচ্চাকে আমেরিতা পাঠাতে পারে, সুতরাং তার ফুলের মত বাচ্চার ভবিষ্যত আলোকিত করার জন্য তাকে আমেরিকা পাঠিয়ে দিল। ছেলে আমেরিকায় গিয়ে তার ডাক্তারি সম্পন্ন করল। এরপর পুনরায় করাচী ফিরে এসে তার বাবার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নিজের ঘরের পাশে একটি প্রাইভেট ক্লিনিক খুলল। বাবা অনেক খুশি ছিল যে, এখন আমার ছেলের ভবিষ্যত অনেক উজ্জল হয়ে গেল আর আমারও বার্ধক্যের সাহারা মিলে গেল।

যেহেতু এখনো পর্যন্ত ওই ডাক্তারের বিবাহ পর্যন্ত হয়নি সুতরাং বাবা চিন্তা করল আগে কিছু টাকা পয়সা জমা হয়ে যাক এরপর আমার ছেলের ভবিষ্যৎ খুব সুন্দরভাবে চলবে এরপর বিবাহ করিয়ে দিব, এত তাড়াহুড়ো কিসের? নিজের ইচ্ছা পূরণ হতে দেখে বাবা অনেক খুশিতে দিন কাটাচ্ছিল কিন্তু প্রকৃতির অন্যকিছু ইচ্ছা ছিল, ঘটনা হলো কিছুটা এরকম যে, দু ইবা

www.dawateislami.net

তিনমাস পর ওই তরুণ ডাক্তারের জন্ডিস হয়ে গেল, সে নিজের মত করে ঔষুধ সেবন করল কিন্তু কাজ হলো না, এরপর যখন বড় ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করল তখন তিনি তাকে হসপিটালে ভর্তি করিয়ে দিলেন। আহ! কিছুদিন হাসপাতালের বিছানায় কাটানোর পর ওই তরুণ যুবক যে দুই-তিনমাস আগে আমেরিকা থেকে ডাক্তার হয়ে এসেছিল ভরপুর যৌবন নিয়ে ইন্তেকাল করল। পরবর্তীতে তার বাবাকে এটা বলতে শোনা গিয়েছে যে, হায় আফসোস! আমি আমার ছেলের শিক্ষার জন্য যেই টাকা খরচ করেছিলাম সেগুলো এখনো পরিশোধ করতে পারিনি এর মধ্যেই আমার ছেলে ইন্তেকাল করল।

ہوئے نامُوَر بےنشاں کیسے کیسے
زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

হুয়ে নামওয়ার বে নিশাঁ কেইসে কেইসে
জমিঁ খা গায়ি নাওজাওয়াঁ কেইসে কেইসে
জাগাহ জী লাগানে কী দুনিয়া নেহী হ্যা
ইয়ে ইবরত কী জা হ্যা তামাশা নেহী হ্যা

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা দেখলেন তো! তরুণ ডাক্তার বার্ধক্যে প্রবেশ করার আগেই ভরপুর যৌবন অবস্থায় মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে গেল। একটু ভাবুন! ডাক্তারির ডিগ্রি তার কবরে কী কাজে আসবে? হায়! তার বাবা যদি তাকে হাফিযে কুরআন বানাতো তাহলে না শুধু তার বরং তার পরিবারের লোকদেরও আখিরাত আলোকিত হয়ে যেত, এবং এত

www.dawateislami.net

টাকাও খরচ হতো না আর না একজন বৃদ্ধ বাবার নিজের ফুলের মত বাচ্চাকে পড়ানোর জন্য অন্যের ধারে যেতে হতো কিন্তু আফসোস! এমনটি হয় না।

এই ঘটনাটি আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণের প্রতি আহবান করছে কিন্তু অনেক লোক শিক্ষা গ্রহণ করার পরিবর্তে এরকম ঘটনাগুলো এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। আজকাল অবস্থা কিছুটা এমন হয়েছে যে, মূলত যেন বে-নামাযীরা নির্ধারণ করে নিয়েছে যে, যা-ই কিছু হোক আমরা নামায পড়ব না, দাড়ি কর্তনকারীরা হয়তো শপথ নিয়েছে যে, চাহে মাওলানারা যতই জোর দিক না কেন আমরা কখনো শয়তানের কথা না মেনে দাড়ি রাখব না, সিনেমা-নাটক যারা দেখে তারা নিজেদের উপর আবশ্যক করে নিয়েছে যে, যা-ই কিছুই হোক আমরা সিনেমা - নাটক ছেড়ে দিব না। অতএব নিজের মুখে তো কেউ বলে না কিন্তু তার আমল দ্বারা অনেক লোকই এটা বলে দেয় যে, আমরা শুধরাবো না এটার শপথ নিয়েছি।

দাড়ি রাখা আজকাল مَعَاذَاللّٰه সমাজে একটি দোষ মনে করা হয় অথচ যেই সবুজ গম্বুযকে এক নজর দেখার জন্য আমরা ব্যাকুল হয়ে যায় সেই সবুজ গম্বুযের মালিক রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা মুবারকে খুব সুন্দর দাড়ি সজ্জিত ছিল, পবিত্র মাথায় পাগড়ী শরীফ সাজানো ছিল এবং চমৎকার বাবড়ি চুল কান মুবারককে স্পর্শ করত। যেই লোক এজন্য দাড়ি মুন্ডায় যে কখনো যেন "মোল্লা হয়ে না যাই এমন লোকদের চিন্তা করা উচিত যেসব ব্যক্তিত্বরা তোমাকে কালিমা পড়িয়েছে তার চেহারা মুবারকে দাড়ি শরীফ ছিল।

হে বে-নামাযীরা শোনো! হে মাহে রমযানের রোযা শরয়ী বিনা কারণে কাযাকারীরা শোনো! হে জুয়াড়িরা তোমরাও শোনো! হে মদ পানকারীরা তোমরা শোনো! হে হিরোয়িন ও গাঁজা সেবনকারীরা তোমরাও শোনো! হে

www.dawateislami.net

ভিডিও গেইমস যারা খেলো তোমরাও শোনো! হে ভিডিও সেন্টার অপারেটর তোমরাও শোনো! মা-বাবাকে কষ্টদানকারীরা শোনো! দাড়ি মুন্ডনকারী ও এক মুষ্ঠি থেকে ছোট কারীরা শোনো! মুসলমানদের অকারণে কষ্টদানকারীরা শোনো! নিজের সন্তানদের সুন্নাত অনুযায়ী পাঠদান যারা দাওনা তারা শোনো! জেদ ছাড়ো, সঠিক রাস্তায় চলে আসো এবং মনে রেখো! যদি এইভাবে গুনাহের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে এবং তোমরা তোমাদের এই জেদের উপর অটল থাকো যে নামায পড়ব না, রমযানুল মুবারকের রোযা রাখব না, সিনেমা-নাটক দেখা বন্ধ করব না তাহলে আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমাদের উপর নারাজ হতে পারে আর مَعَاذَ الله ঈমানও বরবাদ হতে পারে, যদি এমনটি হয় তবে জাহান্নামের আযাবে গ্রেফতার হতে হবে। শিক্ষাগ্রহণের জন্য জাহান্নামে কাফেরদের দেওয়া আযাবের একটি ঝলক পড়ুন, যেমন আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেন:

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿۶۶﴾ وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ﴿۶۷﴾ رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ﴿۶۸﴾

(পারা: ২২, সূরা আহযাব, আয়াত: ৬৬-৬৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যেদিন তাদের মুখমণ্ডল উলট-পালট করে আগুনের মধ্যে জ্বালানো হবে, এ কথা বলতে থাকবে- 'হায়, কোনমতে যদি আমরা আল্লাহর নির্দেশ মান্য করতাম! আর রাসূলের নির্দেশ মান্য করতাম!' এবং বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দ ও আমাদের বড় লোকদের কথামত চলেছি। অতঃপর তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে আগুনের দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদের উপর বড় অভিসম্পাত করো।'

www.dawateislami.net

প্রতীয়মান হলো যারা নিজেদের নেতা ও বড়দের কারণে সঠিক রাস্তা ছেড়ে গুনাহগার ও জাহান্নামের আগুনের উপযুক্ত হবে। এতে ওইসব লোকদেরও চিন্তা করা উচিত যারা দাড়ি রাখার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় কিন্তু বলে যে, আগে আমার বাবার কাছ থেকে দাড়ি রাখার অনুমতি চাইতে হবে, যদি তিনি অনুমতি দেন তবে দাড়ি রাখব নতুবা রাখব না। মনে রাখবেন! আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুকুম সৃষ্টির হুকুমের আগে। আমাদেরকে শরীয়তের বিধান মেনে চলা উচিত নতুবা অনুশোচনা করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই থাকবে না।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনি রিসালার শুরুতে লক্ষ্য করেছেন যে, এক বাচ্চা ভয়ে কান্না করছিল যে, সে ওস্তাদকে সবক শোনাতে পারবে না সেজন্য আর তার বাবাও এটা ভেবে কান্না করছিল যে, আমার বাচ্চা তার সবকের জন্য এত অস্থির আর আমার এই বিষয়ে কোন চিন্তাও নেই যে, আখিরাতে আমাকে অনেক বড় একটি হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে। মনে রাখবেন! দুনিয়া হলো পরীক্ষার হল, আখিরাতে সফলতা অথবা ফেল হওয়ার জন্যে দুনিয়াতে যেভাবে প্রস্তুতি নিব আখিরাতে তেমনই ফলাফল পাবো।

সফলতার রহস্য

আল্লাহ পাক আমাদেরকে পরকালীন সফলতার রহস্য বলতে গিয়ে বলেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿۷۰﴾ يُّصْلِحْ لَكُمْ

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো সরল কথা বলো। তোমাদের কর্ম

www.dawateislami.net

اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿۷۱﴾

(পারা: ২২, সূরা আহযাব, আয়াত: ৭০-৭১)

তোমাদের জন্য সংশোধন করে দেবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। আর যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে সে মহা সাফল্য লাভ করেছে।

এই আয়াতে মুবারকা থেকে প্রতীয়মান হলো, আখিরাতের পরীক্ষায় সফল হওয়ার এটাই উপায় যে, আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য ও অনুসরণকে নিজের উপর আবশ্যক করে নেওয়া কেননা আল্লাহ পাকের আহকামের উপর আমল ও প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের অনুসরণ ব্যতীত মুক্তি অনেক কঠিন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশ আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে, আমরা যেন আমাদের আখিরাতের প্রস্তুতি নিই, এই সংক্ষিপ্ত জীবনে যেন আল্লাহ পাককে না ভুলি এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করা ছেড়ে না দিই।

আল্লাহ পাক অমুখাপেক্ষী, যদি পৃথিবীর সমস্ত লোকেরাও নামায না পড়ে তবে নিশ্চয় তাঁর কোন ক্ষতি হবে না আর যদি সমস্ত সৃষ্টি তার সামনে সিজদায় অবনত হয়ে যায় তবে তার আযমতকে বৃদ্ধি করতে পারবে না। হ্যাঁ! নামায পড়ার মধ্যে আমাদেরই উপকার রয়েছে, যদি আমরা পড়ি তবে নিজেদেরকে পরকালীন ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারব আর যদি না পড়ি তবে আমাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে আর আমরা জাহান্নামের আগুনের উপযুক্ত হবে যেমনটি পবিত্র কুরআনুল কারীমে রয়েছে:

www.dawateislami.net

فِيْ جَنّٰتٍ ؕ يَتَسَآءَلُوْنَ ۙ﴿۴۰﴾
عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۙ﴿۴۱﴾
مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ﴿۴۲﴾
قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۙ﴿۴۳﴾
وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۙ﴿۴۴﴾
وَ كُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ۙ﴿۴۵﴾
وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۙ﴿۴۶﴾
حَتّٰۤى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ؕ﴿۴۷﴾

(পারা: ২৯, সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত: ৪০-৪৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: জান্নাতসমূহের মধ্যে জিজ্ঞাসা করে, অপরাধীদেরকে-তোমাদেরকে কিসে দোযখে নিয়ে গেছে?' তারা বলবে 'আমরা নামায পড়তাম না, এবং অনর্থক চিন্তাভাবনাকারীদের সাথে অনর্থক চিন্তা করতাম, এবং আমরা বিচার-দিবসকে অস্বীকার করতাম, শেষ পর্যন্ত, আমাদের নিকট মৃত্যু এসে পড়েছে।

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা নামায না পড়ার ব্যাপারে কুরআনে কারীমের আয়াতে মুবারকা পড়েছেন। সুতরাং মানুষ যারা দুর্বল ও অপারগ, সামান্য গরম ও শীত সহ্য করতে পারে না, প্রবল বাতাসে কেঁপে উঠে, অন্ধকার বজ্রপাত যাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলে, যারা সামান্যতম ঠান্ডাও সহ্য করতে পারে না, জ্বর যাদেরকে বিছানায় পাঠিয়ে দেয়, যখন মানুষ এতই দুর্বল তো তার উচিত পরকালীন আযাবগুলোকে ভয় করে দ্রুত তাওবা করা, নেকী ভরা জীবন পরিচালনা করা, আল্লাহ পাকের দরবারে আবেদন করা যে: হে আল্লাহ পাক! তোমার নারাজি নয় বরং তোমার সন্তুষ্টি ও নৈকট্যতা চাই, তোমার আযাব সহ্য করার শক্তি নাই, তোমার হুকুম (وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ) (পারা: ১, সূরা বাকারা, আয়াত: ৪৩) **কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** "নামায কায়েম রাখো।" এর উপর আজ থেকেই আমল করার ওয়াদা করছি এবং নিয়ত করছি যে, আজকের পর থেকে اِنْ شَآءَ الله আমার কোন নামায কাযা হবে না।

www.dawateislami.net

গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

এই মাসআলাটি মাথায় রাখবেন যে, ভবিষ্যতে নামায কাযা না করার নিয়ত করার দ্বারা অতীতের না পড়া নামাযগুলো মাফ হয়ে যায় না বরং সেগুলোও আদায় করতে হবে এবং তাওবাও করতে হবে যে, হে আল্লাহ পাক! আমার অনেকগুলো নামায কাযা হয়েছে, যা গুনাহ হয়েছে তুমি মাফ করে দাও! আল্লাহ পাকের রহমতের আশা যে, ওই গুনাহগুলো মাফ করে দিবেন।

মনে রাখবেন! নামাযের প্রতি খুব তাকিদ দেওয়া হয়েছে এমনকি বলা হয়েছে যে "যদি কোন ব্যক্তি পানিতে ডুবে যাচ্ছে আর সে তখনও আমলে কাসির ব্যতীত ইশারায় নামায পড়তে পারে যেমন সে যদি সাঁতারু হয় অথবা কোন লাকড়ি ইত্যাদির সাহায্য নিতে পারে তবে তার উপরও নামায পড়া ফরজ, নতুবা অপারগতা থেকে মুক্তি পেলে নামায কাযা আদায় করবে।"

(বাহারে শরীয়ত, ১/৭২৫, খন্ড: ৪)

অমুসলিমদের আকৃতির মত হয়ো না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামায কাযা করার পাশাপাশি দাড়ি মুন্ডানোর গুনাহও আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে অথচ আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা মুবারকে দাড়ি শরীফ সজ্জিত ছিল আর তিনি মুসলমানদেরকে দাড়ি শরীফ রাখার হুকুমও দিয়েছেন যেমন হাদিসে পাকে রয়েছে: আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: দাড়ি লম্বা করো এবং ইহুদীদের মত আকৃতি বানিও না। **(মুসলিম, পৃ:১২৫, হাদিস: ৬০৩)**

www.dawateislami.net

দাড়ি মুন্ডানো এবং এক মুষ্ঠি থেকে ছোট করা উভয়টি হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬/৫০৫) সুতরাং দাড়ি মুন্ডানো এবং এক মুষ্ঠি থেকে কম রাখা থেকে তাওবা করে নিন আর যদি খোদা না করুক কেউ দাড়ি মুন্ডাল অথবা এক মুষ্ঠি থেকে কম করার জেদ রেখেছিল তো সে যেন তার "জেদ" কে শয়তানী কাজ মনে করে ছেড়ে দেয় কেননা গুনাহের উপর অটল থাকা শয়তানী বৈশিষ্ট, যেমন:

শয়তানের জেদ

হযরত মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام একবার তূর পাহাড়ের দিকে যাচ্ছিলেন পথিমধ্যে অভিশপ্ত শয়তানের সাথে সাক্ষাত হলো আর সে কান্না করে করে বলতে লাগল: আমি তাওবা করতে চাই, আপনি আল্লাহ পাককে জিজ্ঞাসা করিয়েন যে, আমার তাওবা করার কোন সুযোগ আছে কিনা? হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থাপন করলেন এবং শয়তানের তাওবা করার পদ্ধতি জানতে চাইলেন তো আল্লাহ পাক বললেন: তাকে বলে দিন যে, যদি সে আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর কবরে গিয়ে সিজদা করে নেয় তবে আমি তার তাওবা কবুল করব। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام শয়তানকে বললেন: আমি তোমার তাওবার পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করে এসেছি, ব্যস তুমি আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর কবরে গিয়ে সিজদা করো তোমার তাওবা কবুল করা হবে। এটা শুনে শয়তান বিদ্রুপ করে হেসে উঠল আর বলতে লাগল: হে মূসা! আমি তখন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর সামনে মাথা নত করিনি যখন সে আমার সামনে উপস্থিত ছিল আর এখন আমি কিভাবে তার কবরের সামনে গিয়ে মাথা নত করতে পারি? (তানবীহুল গাফিলীন, পৃ: ১১০)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতীয়মান হলো মন্দের উপর অটল থাকা শয়তানী কাজ আর শয়তানের পরিণামও আপনাদের সামনে যে, তার গলায় অভিশাপের শিকল পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা মুসলমান আর মুসলমানের কাজ মন্দের উপর অটল থাকা নয় বরং তা থেকে দূরে থাকা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা সকল মুসলমান প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সুন্দর চেহারাকে পছন্দ করি:

ان کے جلووں میں ہیں وہ دِلچسپیاں
جو یہاں پہنچا یہیں کا ہو گیا

উন কে জলওয়ো ম্যা হ্যা ওহ দিলচসপিয়াঁ
জো ইয়াহাঁ পৌঁছা ইয়েহী কা হো গেয়া

সকল ইসলামী ভাই নিয়ত করুন যে, আজকের পর থেকে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসার নিদর্শন (অর্থাৎ দাড়ি শরীফ) আমাদের চেহারা থেকে কখনো কাটব না এবং আজকেই আমাদের চেহারায় প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত ঝলমল করা শুরু হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

দোয়ায়ে আত্তারঃ ১
দরুদ শরীফের ফযিলত.....১
জ্ঞানী বাবা ২
জাহান্নামের আগুনের ভয়..... ২
হাশর মাঠের ৫টি প্রশ্ন ৩
বার্ধক্য এতটা সহজ নয় ৫
এক বৃদ্ধার দুর্দশা ৬
পৃথিবী শিক্ষায় পরিপূর্ণ ৭
কবরে মাটি দেওয়ার মুস্তাহাব পদ্ধতি..... ৮
দুনিয়াবী জীবনের বাস্তবতা ৯
তরুণ এক ডাক্তারের মৃত্যু.....১০
সফলতার রহস্য.....১৪
গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা ১৭
অমুসলিমদের আকৃতির মত হয়ো না ১৭
শয়তানের জেদ ১৮

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net